GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PANCHAYAT & RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT
JESSOP BUILDING, 1ST FLOOR
63, N.S. ROAD, KOLKATA – 700 001.

No. SPRD-557(36)-08/P&RD/P/PAC(NREGA)/18S-02/06 Date : 23.05.2008

From : Commissioner & Ex-officio Special Secretary to the Government of West Bengal.

To : (1) The District Magistrate – All.

(2) The District Nodal Officer, NREGA – All.

Sir / Madam,

I am enclosing herewith a detailed guideline in Bengali regarding the planning process to be followed in respect of NREGS. You are requested to kindly share the contents of the enclosed guidelines with all the BDOs and Programme Officers, NREGS in your district immediately so that a meaningful discussion regarding the same can be done in the TDCC conference to be held on 26th May, 2008 from 11-00 a.m. to 1-30 p.m. where the Principal Secretary of this Department has consented to remain present. The matter may be treated as most urgent.

Yours faithfully,

Sd/-
Commissioner & Ex-officio Special Secretary to the Government of West Bengal.

No. SPRD-557(36)-08/P&RD/P/PAC(NREGA)/18S-02/06 Date : 23.05.2008

Copy forwarded for information and necessary action to :

1. Shri S. Sengupta, Joint Secretary, P & RD Deptt.
2. Shri D.K. Pal, SRD, PC.

Commissioner & Ex-officio Special Secretary to the Government of West Bengal.

গ্রামীণ কর্মসংস্থান গ্যারান্টি আইনের প্রেক্ষিতে গ্রাম পঞ্চায়েতের পরিকল্পনা রচনার নির্দেশিকা

ভূমিকা

গ্রামীণ এলাকায় দরিদ্র মানুষের চাহিদা অনুসারে ১০০ দিনের কায়িক শ্রমের সুনিশ্চয়তা দেওয়ার উদ্দেশ্যেই গ্রামীণ কর্মসংস্থান গ্যারান্টি আইন চালু করা হয় । প্রয়োজন অনুসারে কাজ চাওয়া এবং তা পাওয়ার অধিকার আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত । পঞ্চায়েত এবং গ্রামের শ্রমজীবী দরিদ্র মানুষদের এই কর্মসূচির নানান দিক সম্বন্ধে গভীর ভাবে জানা ও বোঝা দরকার, বিশেষ করে রূপায়ণ সংক্রান্ত বিষয়গুলি । এই কর্মসূচির দুইটি প্রধান দিক । (ক) স্বল্পমেয়াদী উদ্দেশ্য - নাম নথিভুক্ত করিয়েছে এমন প্রতিটি পরিবারের কাজ পাওয়ার অধিকার সুনিশ্চিত করা, যাতে স্বল্প সময়ের মধ্যে পরিবারগুলির রোজগার বৃদ্ধি পায় এবং তারা দারিদ্র, বিশেষ করে দৈনন্দিন সমস্যাগুলির মোকাবিলা করতে পারে । (খ) দীর্ঘমেয়াদী উদ্দেশ্য - সরকার বা পঞ্চায়েতের উপর নির্ভরশীল না হয়েই স্থানীয় ভাবে দরিদ্র ও পিছিয়ে পড়া পরিবারগুলির জীবিকার সুযোগ সম্প্রসারিত করার জন্য কাজের সুযোগ সৃষ্টি করা । এর পাশাপাশি গ্রামীণ এলাকার জীবন ও জীবিকার মানোন্নয়নের জন্য স্থায়ী সম্পদ ও প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো তৈরি করাও এর অন্যতম উদ্দেশ্য । স্থানীয় পঞ্চায়েত ও এলাকার মানুষ, যারা এই কর্মসূচির রূপায়ণের সঙ্গে সক্রিয় ভাবে যুক্ত এটি প্রধানত তাদেরই দায়িত্ব । চাহিদা অনুসারে কাজ দেওয়াই এই কর্মসূচির এক মাত্র উদ্দেশ্য নয় । গ্রামের দরিদ্র পরিবারগুলির জন্য সামাজিক পরিকাঠামো এবং অর্থনৈতিক সম্পদ গড়ে তোলা এবং তার মাধ্যমে দারিদ্র দূরীকরণই এই কর্মসূচির দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য ।

সামগ্রিক ভাবে এলাকার অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং এলাকায় জীবিকার সম্ভাবনাগুলি কাজে লাগানো বা নতুন সুযোগ তৈরি করার জন্য প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতকে যথাযথ ভাবে পরিকল্পনা করতে হবে । এর জন্য এলাকার জনসাধারণ এবং সংশ্লিষ্ট সকল গ্রাম উন্নয়ন সমিতিগুলির সক্রিয় অংশগ্রহণ দরকার । গ্রাম উন্নয়ন সমিতির অন্যতম দায়িত্ব হল গ্রামবাসীদের নিয়ে পাড়া বৈঠক করা এবং তার মাধ্যমে বছরের কোন সময়ে কোন ধরনের কাজ করা সম্ভব তা উল্লেখ করে সম্ভাব্য কাজের এমন ভাবে তালিকা তৈরি করা, যাতে দরিদ্র শ্রমজীবী মানুষেরা তাদের চাহিদা অনুসারে কাজ পেতে পারে, আবার এলাকায় পরিকল্পিত ভাবে স্থায়ী সম্পদও তৈরি করা সম্ভব হয় । এই তালিকার ভিত্তিতে প্রতিটি গ্রাম সংসদের জন্য বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনার খসড়া তৈরি করতে হবে । সংশ্লিষ্ট গ্রাম উন্নয়ন সমিতি এই খসড়া কর্ম পরিকল্পনা গ্রাম পঞ্চায়েতে জমা দেবে । সব কয়টি গ্রাম সংসদের কর্ম পরিকল্পনার উপর ভিত্তি করে গ্রাম পঞ্চায়েত পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে এবং গ্রাম উন্নয়ন সমিতিগুলির তৈরি করে দেওয়া পরিকল্পনাগুলি গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্ম পরিকল্পনার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হবে । এর পাশাপাশি সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে এবং এলাকায় স্থায়ী সম্পদ তৈরির উদ্দেশ্যে গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধ্যমে রূপায়িত অন্যান্য প্রকল্পের সঙ্গেও এই কর্মসূচির সমন্বয় সুনিশ্চিত করা দরকার । এ প্রসঙ্গে বিশেষ ভাবে মনে রাখা দরকার যে, গ্রামীণ কর্মসংস্থান গ্যারান্টি কর্মসূচির কর্ম পরিকল্পনা সামগ্রিক গ্রাম পঞ্চায়েত পরিকল্পনার একটি অংশমাত্র যা বিকেন্দ্রীকৃত ও সহভাগী প্রক্রিয়ায় গ্রামবাসীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে তৈরি করতেই হবে ।

পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগের পক্ষ থেকে ‘গ্রাম সংসদ পরিকল্পনা ভিত্তিক সমন্বিত গ্রাম পঞ্চায়েত পরিকল্পনা রচনা ও রূপায়ণের রূপরেখা’ নামে বিকেন্দ্রীকৃত ও সহভাগী পরিকল্পনা প্রক্রিয়া সংক্রান্ত বিস্তারিত নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে । এই নির্দেশিকা অনুসারে সারা রাজ্যের ১২টি জেলার ৮২০টি নির্বাচিত গ্রাম পঞ্চায়েতে সহভাগী ও সমন্বিত পরিকল্পনার কাজ চলছে । এই সকল গ্রাম পঞ্চায়েতে সমন্বিত গ্রাম পঞ্চায়েত পরিকল্পনার অন্যতম অঙ্গ হল গ্রামীণ কর্মসংস্থান গ্যারান্টি কর্মসূচির কর্ম পরিকল্পনা । এই ধরনের সমন্বিত পরিকল্পনা রচনার জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে সহভাগী পরিকল্পনা বিষয়ে নিবিড় সহায়তা দেওয়া প্রয়োজন । ধীরে ধীরে রাজ্যের সব কয়টি গ্রাম পঞ্চায়েতেই এই উদ্যোগ সম্প্রসারিত হবে । তবে, বর্তমানে সামগ্রিক গ্রাম পঞ্চায়েত পরিকল্পনার অঙ্গ হিসাবে সম্ভব না হলেও পশ্চিমবঙ্গের সব কয়টি গ্রাম পঞ্চায়েতকেই গ্রামীণ কর্মসংস্থান গ্যারান্টি কর্মসূচির কর্ম পরিকল্পনা রচনা করতে হবে । সকল ক্ষেত্রেই অন্যান্য কর্মসূচি বা স্থানীয় সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে দরিদ্রদের সপক্ষে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে স্থায়ী সম্পদ তৈরির বিষয়টি অবশ্যই খেয়াল রাখা দরকার ।

এই নির্দেশিকার মূল আলোচ্য বিষয় হল - (ক) কীভাবে পরিকল্পনা করা দরকার, (খ) পরিকল্পনা রচনার ক্ষেত্রে কোন বিষয়গুলিকে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা দরকার এবং (গ) গ্রামীণ এলাকায় দারিদ্র দূরীকরণের লক্ষ্যে পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায়, বিশেষ করে গ্রামীণ কর্মসংস্থান গ্যারান্টি কর্মসূচির কর্ম পরিকল্পনা রচনা ও রূপায়ণের ক্ষেত্রে কীভাবে মানুষের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করা যেতে পারে । এ প্রসঙ্গে খেয়াল রাখা দরকার যে, গ্রামীণ কর্মসংস্থান গ্যারান্টি কর্মসূচির মাধ্যমে দরিদ্র শ্রমজীবী মানুষের জীবনের কিছু চাহিদা, বিশেষ করে কায়িক শ্রমের চাহিদা পূরণ করা যেতে পারে । প্রথমে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি গ্রামীণ কর্মসংস্থান গ্যারান্টি কর্মসূচির বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা রচনা করলেও ধীরে ধীরে সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রচনা করবে । যেহেতু এই কর্মসূচির জন্য আগে থেকে কোনো নির্দিষ্ট অর্থ বরাদ্দ থাকে না, তাই এক্ষেত্রে পরিকল্পনা বলতে বুঝতে হবে সংশ্লিষ্ট বছরে রূপায়ণ করা সম্ভব এমন প্রকল্পের তালিকা ।

গ্রামীণ কর্মসংস্থান গ্যারান্টি কর্মসূচির পরিকল্পনা রচনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

যে কোনো পরিকল্পনারই একটি লক্ষ্য থাকে । গ্রামীণ কর্মসংস্থান গ্যারান্টি কর্মসূচির পরিকল্পনার একটি বৃহৎ লক্ষ্য হল সকল গ্রামবাসীর, বিশেষ করে দরিদ্র মানুষের, উপযোগী স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টি করা । সাধারণত, গরিব মানুষদের বিশেষ জমি থাকে না, জীবিকার জন্য তাদের অন্যের জমির উপর নির্ভর করতে হয় । অর্থাৎ যাদের জমি আছে সেই জমিতে মজুর হিসাবে কাজ করতে হয় । কোনও একটি এলাকায় কৃষি ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের কাজের সুযোগ বেশি সংখ্যক সম্পদহীন দরিদ্র মানুষের মধ্যে ভাগ হয়ে যাচ্ছে । ফলে শ্রম দিবসের সুযোগ কমে যাচ্ছে বা তাদের অপেক্ষাকৃত কম মজুরিতে কাজ করতে হচ্ছে ।

এই পরিপ্রেক্ষিতে গ্রামীণ কর্মসংস্থান গ্যারান্টি কর্মসূচির প্রথম লক্ষ্য হবে এমন ভাবে স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টি করা যাতে দীর্ঘ মেয়াদী ভাবে ঐ এলাকায় শ্রমের চাহিদা সৃষ্টি হয় । গ্রামের অধিকাংশ দরিদ্র পরিবারই কৃষি মজুর অর্থাৎ প্রধানত কৃষির উপর নির্ভরশীল । সেই কারণেই প্রাপ্তব্য সকল প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন জল, জমি ও বনভূমির মানোন্নয়ন করাই হবে এই পরিকল্পনার প্রাথমিক উদ্দেশ্য । এর ফলে কৃষি ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে শ্রম নিবিড় কাজের সুযোগ বৃদ্ধি পাবে এবং এলাকায় কৃষি মজুরের চাহিদা সৃষ্টি হবে । এর জন্য বর্তমানে জমির ব্যবহার এবং ভবিষ্যতে এই কর্মসূচির সহায়তায় এলাকায় কাজের সুযোগ তৈরির জন্য জমির কী ধরনের উন্নয়ন সম্ভব সে বিষয়ে গভীর ধারণা থাকা প্রয়োজন । এলাকায় কৃষি ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের উন্নয়নের মাধ্যমে কাজের সুযোগ সৃষ্টির জন্য নীচে উল্লিখিত পদক্ষেপগুলি নেওয়া দরকার ।

- এলাকার পরিত্যক্ত বা পতিত জমিকে উৎপাদনের কাজে লাগানোর পাশাপাশি অনুর্বর জমির মান উন্নয়ন ঘটিয়ে উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর জন্যেও উদ্যোগ নেওয়া দরকার, যাতে এলাকায় আরো বেশি কাজের সুযোগ তৈরি করা সম্ভব হয় ।
- চাষের উপযুক্ত নয় এমন জমিতে সামাজিক বন বা কৃষি-বন তৈরি অথবা গোখাদ্যের চাষ করা যেতে পারে ।
- বৃষ্টির জল ধরে রেখে সেচের কাজে লাগিয়ে এক ফসলী জমিকে দুই ফসলী, সম্ভব হলে তিন ফসলী জমিতে পরিণত করা যেতে পারে ।
- বৃষ্টির জল ধরে রাখার জন্য পুকুর, বাঁধ ইত্যাদি তৈরি করা এবং ভূমিক্ষয় রোধ করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ এই কর্মসূচির আওতায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ ।

অতএব, এই কর্মসূচির আওতায় গৃহীত যে কোনো কাজ করার সময় খেয়াল রাখতে হবে যে, এর ফলে কত শ্রম দিবস তৈরি হবে এবং কোন ধরনের সম্পদ তৈরি হবে । এর পাশাপাশি প্রতিটি কাজের একটি করে প্রত্যাশিত সুফল আছে, যার থেকে বোঝা যাবে যে এই কাজটি স্থানীয় মানুষের জীবন ও জীবিকার উপর কী প্রভাব ফেলেছে । অর্থাৎ সৃষ্ট সম্পদ কীভাবে কাজের সুযোগ তৈরি করতে হবে এবং স্থানীয় মানুষের জীবিকার সুযোগ প্রসারণের মাধ্যমে স্থানীয় অর্থনীতিতে সহায়তা করতে পারে তা দেখা দরকার । উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে এই কর্মসূচির সহায়তায় একটি জলাধার তৈরি করা হলে তার থেকে আশেপাশের জমিতে সেচের সুবিধা পাওয়া যাবে এবং এর মাধ্যমে প্রতি বছর কাজের সুযোগ তৈরি হবে । আবার অন্য ধরনের প্রকল্প, যেমন রাস্তা তৈরি হলে এলাকার পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি হবে । সেক্ষেত্রে ভ্যান বা রিক্সা করে যাত্রী বা মাল পরিবহনের কাজে বেশ কিছু দরিদ্র পরিবার যুক্ত হতে পারবে । এই কর্মসূচির আওতায় কোন ধরনের সম্পদ তৈরি হতে পারে বা কীভাবে ব্যবহার হতে পারে এবং সমাজে তা কীভাবে প্রভাব বিস্তার করতে পারে - সে সম্বন্ধে পরে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হয়েছে ।

আমাদের রাজ্যে কৃষিতে শ্রমের চাহিদা ঋতুর উপর নির্ভরশীল । অধিকাংশ কৃষি মজুর আমন ধান রোয়া এবং কাটার সময় বাদ দিলে বর্ষার আগে খরিফ মরসুম পর্যন্ত কাজ পায় না । গ্রামীণ কর্মসংস্থান গ্যারান্টি কর্মসূচির পরিকল্পনা রচনার আগে কোনো একটি এলাকায় সারা বছর বিভিন্ন মরসুমে মোট কত শ্রমদিবস কাজের প্রয়োজন এবং স্থানীয় ভাবে কত শ্রম দিবস তৈরি হয় সে সম্বন্ধে ধারণা থাকা দরকার । এর ভিত্তিতে কর্ম পরিকল্পনা তৈরির সময় এই কর্মসূচির আওতায় কোন সময় কাজের চাহিদা বেশি থাকবে তা মাথায় রেখে সেই সময়ের উপযোগী কাজ নির্বাচন করতে হবে । পরিকল্পনার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হল এলাকায় কাজের চাহিদার সাথে যোগানের সামঞ্জস্য রেখে প্রকল্প তৈরি করা । অর্থাৎ, একটি বছরের বিভিন্ন সময়ে কত শ্রমদিবস কাজ সৃষ্টি করতে হবে তার জন্য একটি শ্রম বাজেট থাকবে । অন্য দিকে এই শ্রমদিবস তৈরির জন্য কোন মাসে কোন ধরনের কাজ করা যেতে পারে সেই অনুসারে পরিকল্পনা রচনা করতে হবে, যাতে উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকে ।

তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হল কর্ম পরিকল্পনার সময় এমন ভাবে কাজ নির্বাচন করা - যাতে মহিলারা সহজে অংশগ্রহণ করতে পারেন । পরিকল্পনা রচনার সময় স্থানীয় মহিলাদের সঙ্গে আলোচনা করে তাদের সুবিধা অনুসারে প্রকল্প নির্বাচন করা দরকার । খেয়াল রাখা দরকার যে, গ্রামীণ কর্মসংস্থান গ্যারান্টি আইন অনুসারে মোট শ্রম দিবসের অন্তত এক তৃতীয়াংশ মহিলাদের জন্য সুনিশ্চিত করতে হবে ।

সাধারণ ভাবে এই কর্মসূচির আওতায় সকলের ব্যবহারযোগ্য সম্পদ তৈরির বিষয়টিই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ । কিন্তু দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী পরিবার, তফসিলী জাতি বা আদিবাসী পরিবার এবং ভূমি সংস্কারের উপভোক্তা পরিবারগুলিরও এই কর্মসূচির থেকে সুবিধা পাওয়ার যোগ্য । এক্ষেত্রে উপরে উল্লিখিত পরিবারগুলির উন্নয়নের জন্য ব্যক্তিগত সম্পদ তৈরি বা তার উন্নয়নের জন্যে পরিকল্পনা নেওয়া দরকার এবং এই বিষয়টিকে যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে হবে । উদাহরণ হিসাবে বলা যেতে পারে যে তফসিলী আদিবাসী পরিবারের পতিত জমির মানোন্নয়ন এবং সেখানে ফলের বাগান তৈরির জন্য এই কর্মসূচি থেকে উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে । এক্ষেত্রে এই কর্মসূচির থেকে সার, সেচের ব্যবস্থা ইত্যাদি সহায়তাও দেওয়া দরকার, যাতে জমিটি থেকে পরিবারটির ধারাবাহিক ভাবে রোজগার হতে পারে এবং সামগ্রিক ভাবে অবস্থার পরিবর্তন সম্ভব হয় ।

একটি এলাকায় এই রকম বেশ কয়েকটি পরিবার থাকতে পারে যাদের সম্পদ অব্যবহৃত পড়ে রয়েছে । এক দিকে যেমন অর্থের অভাবে এই সম্পদগুলিকে উৎপাদনশীল কাজে লাগানো যাচ্ছে না, অন্য দিকে সংশ্লিষ্ট পরিবারগুলির প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতার অভাবও থাকতে পারে । গ্রামীণ কর্মসংস্থান গ্যারান্টি কর্মসূচির সহায়তায় এই সম্পদগুলিকে কাজে লাগানো এবং তার মানোন্নয়নের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে ।

উপরে উল্লিখিত সব কয়টি বিষয় মাথায় রেখে একটি গ্রামীণ কর্মসংস্থান গ্যারান্টি কর্মসূচির জন্য স্থানীয় প্রয়োজন ও চাহিদার ভিত্তিতে আগামী এক বছরে রূপায়ণ করা সম্ভব এমন সব প্রকল্পের একটি তালিকা করা আবশ্যক । অন্যান্য সরকারি কর্মসূচির জন্য কর্ম পরিকল্পনার সঙ্গে গ্রামীণ কর্মসংস্থান গ্যারান্টি কর্মসূচির কর্ম পরিকল্পনার সব চেয়ে বড় পার্থক্য হল এটি আগে থেকেই নির্দিষ্ট ও বরাদ্দকৃত অর্থের উপর নির্ভরশীল নয় । এক্ষেত্রে চাহিদার ভিত্তিতে অর্থাৎ কাজের প্রয়োজনের উপর নির্ভর করে অর্থ পাওয়া যায় এবং এর কোনো উর্ধ্ব সীমা নেই । এলাকায় মানুষের কায়িক শ্রমের চাহিদা থাকলে এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের কাছে অনুমোদিত পরিকল্পনা থাকলেই রূপায়ণের কাজ করা যাবে, অর্থ কোনো বাধা নয় । এক্ষেত্রে এলাকার সকল পরিবার, যারা কাজ দাবি করবে, তাদের ১০০ দিন পর্যন্ত কাজ দিতে সরকার দায়বদ্ধ । এই কারণেই গ্রামীণ কর্মসংস্থান গ্যারান্টি কর্মসূচির বার্ষিক পরিকল্পনায় বিভিন্ন ক্ষেত্রের আওতায় প্রকল্পের তালিকা থাকবে । একে 'প্রকল্প ব্যাঙ্ক' (Shelf of Schemes) বলা যেতে পারে । এই কর্মসূচির সফল রূপায়ণের অন্যতম মাপকাঠি হল কোনো এলাকায় একটি পরিবার কাজ চাওয়া মাত্রই পেয়েছে কিনা এবং কত দিন কাজ পেয়েছে । বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনায় কোন কাজ কোন ক্ষেত্রের আওতায় আসবে সে সম্বন্ধে নীচে বিস্তারিত আলোচনা করা হল ।

গ্রামীণ কর্মসংস্থান গ্যারান্টি কর্মসূচির জন্য ক্ষেত্রভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা

(ক) বৃষ্টির জল ধরা ও জল সংরক্ষণ

বৃষ্টির জল ধরা এবং যথাযথ ভাবে তার সংরক্ষণ এই মুহূর্তের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন । সামগ্রিক ভাবে সারা পৃথিবীর আবহাওয়া পরিবর্তনের ফলে দীর্ঘমেয়াদী ও প্রচণ্ড খরা, অনেক দিন ধরে অস্বাভাবিক

বেশি বৃষ্টিপাত বা অল্প সময়ের মধ্যে প্রচুর বৃষ্টি বা বৃষ্টি কম হওয়া ইত্যাদি সমস্যা লক্ষ করা যাচ্ছে । জীবন ও সম্পদের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকারক এই ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যা রোধ করা স্থানীয় মানুষের পক্ষে অসম্ভব, এগুলি মোকাবিলা করার অন্যতম উপায় হল বৃষ্টির জল সংরক্ষণ । সঠিক ভাবে পুকুর, বাঁধ ইত্যাদি জলাধারে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করা গেলে প্রচণ্ড বৃষ্টির পরে বন্যার সম্ভাবনা যেমন এড়ানো যায়, তেমনি এই সংরক্ষিত জল চাষের মরসুমে বা খরার সময় সেচের কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে । সেচের জন্য ভূগর্ভস্থ জলের পরিবর্তে মাটির উপরের জল সঠিক ভাবে সংরক্ষণ করে ব্যবহার করা অত্যন্ত জরুরি । গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়ন তথা সকলের জন্য খাদ্যের অধিকার সুনিশ্চিত করতে হলে কৃষি ক্ষেত্রের উন্নয়ন একান্ত আবশ্যক । এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সারা দেশের সঙ্গে আমাদের রাজ্যে কৃষির উন্নয়নের হার কমছে । এক্ষেত্রে এমন অনেক কারণ আছে যা রাজ্য সরকারের হাতের বাইরে । তা সত্ত্বেও স্থানীয় ভাবে জল সংরক্ষণের মাধ্যমে কৃষির উন্নয়নের হার কিছুটা হলেও বাড়ানো সম্ভব । অন্তত গভীর নলকূপ দিয়ে ভূগর্ভস্থ জল তুলে সেচের মাধ্যমে চাষ করার সম্ভাবনা অনেক কমে আসবে । কারণ, চারপাশে গভীর নলকূপ দিয়ে ভূগর্ভস্থ জল সেচের কাজে লাগানোর ফলে মাটির নীচে জলস্তর নেমে যাচ্ছে । এর ফলে এক দিকে যেমন নলকূপ বসানোর খরচ বাড়ছে, চাষে লাভের পরিমাণ কমছে, অন্য দিকে পরিবেশেরও ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে । অনেক এলাকায় গরম কালে পানীয় জলের অভাব ঘটছে । আবার কোথাও কোথাও পানীয় জলের মধ্যে বিভিন্ন ক্ষতিকারক রাসায়নিক পদার্থ, যেমন - আর্সেনিক, ফ্লুরাইড ইত্যাদি মিশে যাচ্ছে, এই জল খেয়ে নানান রকম রোগ হচ্ছে । এর মধ্যে অনেকগুলি সমস্যাই মোকাবিলা করা সম্ভব হবে, যদি পুকুর, বাঁধ বা নালায় মাটির উপরের জল ধরে রাখার উদ্যোগ নেওয়া হয় এবং যথাযথ শস্য পর্যায়ের পরিকল্পনা করা হয় । এই কর্মসূচির আওতায় সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে উপরে উল্লিখিত দিকগুলি নিয়ে সুষ্ঠু ভাবে পরিকল্পনা করা সম্ভব ।

এক্ষেত্রে প্রথম পদক্ষেপ হবে গ্রামীণ কর্মসংস্থান গ্যারান্টি কর্মসূচির আওতায় প্রতিটি গ্রাম সংসদ ও তার ভিত্তিতে পঞ্চায়েতের জন্য জল সংরক্ষণ ও সেচের উন্নয়নের জন্য কী করা যেতে পারে তার জন্য পরিকল্পনা করা । এর জন্য এলাকার জল সম্পদের মানচিত্র তৈরি করা দরকার । এই মানচিত্রে বর্তমানে রয়েছে এমন সব কয়টি জলাধার, যেমন - পুকুর, নালা, জোড় বাঁধ ইত্যাদি চিহ্নিত করতে হবে, তেমনি জল সংরক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য আরো কী করা যেতে পারে তাও খুঁজে বের করতে হবে । এক্ষেত্রে গ্রাম উন্নয়ন সমিতির নেতৃত্বে এলাকার সকল গ্রামবাসীকে নিয়ে সহভাগী শিখন ও কার্যক্রম পদ্ধতিতে মানচিত্র ও তথ্যের সহায়তায় সমস্যা, সম্পদ ও সম্ভাবনাগুলি খতিয়ে দেখে পরিকল্পনা রচনা করতে হবে ।

জলবিভাজিকা ভিত্তিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বৃষ্টির জলে মাটির ক্ষয় রোধ করা এবং ভূগর্ভস্থ জলস্তর বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন পরিকাঠামো নির্মাণের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা দরকার । সংস্কার বা পুনঃখননের মাধ্যমে এমন সকল জলাধারের (মরসুমী বা সারা বছর জল থাকে) জলধারণ ক্ষমতা আরো বাড়ানোর জন্য পরিকল্পনা করা দরকার । এর আগে প্রতিটি ক্ষেত্রে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন - সংশ্লিষ্ট জলাধারের সংস্কারের জন্য কত টাকা দরকার এবং এর ফলে জলধারণ ক্ষমতা কতটা বাড়বে ও এলাকার অর্থনৈতিক উন্নয়নে তার কী প্রভাব পড়বে । প্রতিটি পুরানো জলাধার সংস্কার বা নতুন জলাধার খননের জন্য একই ভাবে বিশ্লেষণের পর বাজেট সহ প্রকল্প তৈরি করতে হবে । এই কাজটি করতে গিয়ে কত শ্রমদিবসের জন্য কাজ তৈরি হবে তাও উল্লেখ করা প্রয়োজন । যে সকল পতিত জমি কোনো ভাবেই চাষের কাজে লাগবে না সেগুলি নতুন জলাধার তৈরির কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে । বন্যা নিয়ন্ত্রণ বা সেচের কাজ ছাড়াও জলাধারগুলি মাছ চাষের জন্যেও ব্যবহার করা যেতে পারে । দরিদ্র পরিবারের মহিলাদের নিয়ে সংগঠিত স্বনির্ভর দলগুলিকে এই কাজে যুক্ত করা সম্ভব হলে তাদের জীবিকার সুযোগও বাড়বে । জলধারণ ক্ষমতা বাড়ানোর পরবর্তী পর্যায়ে কৃষির উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর কাজে কীভাবে এই জল কাজে লাগানো যেতে পারে সে সম্বন্ধে এই কর্মসূচির আওতায় পরিকল্পনা করা আবশ্যক ।

(খ) ক্ষুদ্র সেচ ও জমির মালিকদের জন্য সেচের ব্যবস্থা

গ্রামীণ কর্মসংস্থান গ্যারান্টি কর্মসূচির আওতায় করা সম্ভব এমন প্রকল্প রূপায়ণের মাধ্যমে জমিতে সেচের সুযোগ বাড়িয়ে কৃষির উন্নয়ন করা যেতে পারে । উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে এই কর্মসূচির আওতায় মাঠনালা তৈরি করা যাবে । এছাড়া যে সব এলাকায় ভূগর্ভস্থ জলের স্তর ঠিক আছে সেখানে কূপ খনন করা যেতে পারে । দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী পরিবার, তফসিলী জাতি বা আদিবাসী পরিবার এবং ভূমি সংস্কারের উপভোক্তা পরিবারের জমিতেই এই ধরনের প্রকল্পের কাজ করা যেতে পারে । কূপ খনন বা মাঠনালা তৈরির সম্ভাব্য সকল এলাকা আগেই চিহ্নিত করা দরকার, যাতে ধীরে ধীরে কয়েক বছরের মধ্যেই সমগ্র গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ফসল চাষের নিবিড়তা বৃদ্ধি পায় । অধিকাংশ ক্ষুদ্র সেচ

প্রকল্পের ক্ষেত্রেই অন্যান্য কর্মসূচির সঙ্গে মেলবন্ধন করা আবশ্যক, যেহেতু এই ধরনের কাজের জন্য প্রয়োজনীয় সব খরচ এই কর্মসূচি থেকে করা সম্ভব নয় । উদাহরণ হিসাবে বলা যেতে পারে যে এই কর্মসূচির আওতায় মাঠনালা তৈরি বা কূপ খনন করা গেলেও পাম্প সেটটি অন্য কোনো উৎস বা কর্মসূচি থেকে দিতে হবে । যেমন - রাষ্ট্রীয় কৃষি বিকাশ যোজনার সহায়তায় জলাধার থেকে জল তুলে সেচের ব্যবস্থা করা যেতে পারে । এক্ষেত্রে গ্রামবাসী বা স্বনির্ভর দলকে পাম্পসেটটি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে । এই উদ্যোগের ফলে অতিরিক্ত কতটা এলাকায় সেচের সুযোগ সম্প্রসারিত হবে এবং অন্যান্য প্রত্যাশিত সুফল কী হবে তার উল্লেখ বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা এবং পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা উভয় ক্ষেত্রেই থাকা আবশ্যক ।

(গ) খরা রোধ, সামাজিক বনসৃজন এবং উদ্যান পালন

খরা রোধ করার অন্যতম উপায় হল জল সংরক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়ন, এ বিষয়ে আগেই বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হয়েছে । এছাড়া আরেকটি উপায় হল পতিত ফাঁকা জমিতে বনসৃজন বা সবুজায়ন । গাছ লাগানোর নানান উপকারের মধ্যে একটি হল এই কর্মসূচির আওতায় বর্ষাকালে কাজের সুযোগ তৈরি, বিশেষ করে মহিলাদের জন্য কাজের সুযোগ এবং সেই সময়ে যখন মাটি কাটা বা অন্যান্য কাজের সুযোগ সীমিত থাকে । এছাড়া বনসৃজনের ফলে ভবিষ্যতে এর থেকে কাঠ, জ্বালানি, ফল সহ অন্যান্য উপাদান পাওয়া যায়, ভূমি ক্ষয় রোধ হয়, গ্রাম পঞ্চায়েতের নিজস্ব আয় বৃদ্ধি পায় ইত্যাদি । এই কারণেই এই কর্মসূচির আওতায় অবশ্যই নিবিড় ভাবে বনসৃজনের উদ্যোগ নেওয়া আবশ্যক ।

সামগ্রিক ভাবে বনসৃজনের জন্য পরিকল্পনা করার ক্ষেত্রে সবার আগে পতিত জমি, যেখানে গাছ লাগানো যেতে পারে সেগুলিকে চিহ্নিত করা দরকার । এক্ষেত্রে সরকারি জমির পাশাপাশি যে সকল ব্যক্তিগত উপভোক্তার জমিতে এই কর্মসূচির আওতায় গাছ লাগানো যেতে পারে সেই জমিগুলিকেও প্রাকৃতিক সম্পদের মানচিত্রে চিহ্নিত করতে হবে । দুই রকম ভাবে গাছ লাগানো যেতে পারে । একটি হল, এক সঙ্গে অনেকটা জমিতে গাছ লাগানো । অপর ক্ষেত্রে লম্বা করে রাস্তা বা ক্যানেলের পাড় ধরে গাছ লাগানো । এক্ষেত্রে কয়টি সারিতে গাছ লাগানো যাবে এবং তাদের মধ্যবর্তী দূরত্ব কত হবে, প্রকৃত অর্থে কতটা জমির ব্যবহার হবে ইত্যাদির হিসাব আগে থেকে করে রাখা দরকার । সহভাগী শিখন ও কার্যক্রম পদ্ধতির সহায়তায় গ্রামবাসীদের নিয়ে গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সদস্যরা প্রাথমিক স্তরে প্রকল্পগুলি চিহ্নিত করতে পারে । সম্পদের মানচিত্রে পরিকল্পনার সময় কতটা এলাকায় সামাজিক বন রয়েছে এবং বিভিন্ন ধাপে বনসৃজনের পরে সংশ্লিষ্ট এলাকায় বনসৃজনের ছবিটা কেমন হবে তা দেখানো সম্ভব হলে খুব ভালো হয় । কোনো এলাকায় সামগ্রিক ভাবে বনসৃজনের যে সম্ভাবনা রয়েছে, তার অন্তত এক দশমাংশ এলাকায় প্রথম বছরে বনসৃজনের উদ্যোগ নেওয়া আবশ্যক, যাতে দশ বছরের শেষে সমগ্র এলাকায় সবুজায়নের কাজ সম্পূর্ণ করা সম্ভব হয় । এভাবে দশ বছর পরে, প্রথম বছরে লাগানো গাছগুলি কাটার জন্য তৈরি হয়ে থাকবে । এক্ষেত্রে গাছ কাটার পর ঐ জমিতে আবার গাছ লাগানো আবশ্যক । বাৎসরিক চাহিদা অনুসারে প্রতি বছর আগে থেকেই চারা তৈরি শুরু করা দরকার, সম্ভব হলে প্রতিটি গ্রাম সংসদেই স্বনির্ভর দলের মাধ্যমে একটি করে নার্সারি তৈরি করা যেতে পারে । গ্রামীণ কর্মসংস্থান গ্যারান্টি কর্মসূচির আওতায় স্বনির্ভর দলের মাধ্যমে চারা তৈরির জন্য এই বিভাগের একটি আদেশনামা আগেই প্রকাশিত হয়েছে [প্রসঙ্গ : পত্রাঙ্ক নং ৬৬৩৩(১০)-আর.ডি/এন.আর.ই.জি.এ./ ১৮এস-০১/০৬ তাং ১৬.১১.২০০৬] । সফল ভাবে নার্সারি তৈরির জন্য স্বনির্ভর দলগুলিকে নিয়ে বীজ সংগ্রহ, চারা তৈরি, নার্সারি ব্যবস্থাপনা এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক দিক সম্বন্ধে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণের জন্য ব্যবস্থা করা আবশ্যক । এক্ষেত্রে স্থানীয় প্রয়োজন ও চাহিদা অনুসারে কোন জাতের চারা তৈরি হবে তা স্থির করা প্রয়োজন । বিশেষ করে যে সব গাছ থেকে ধারাবাহিক রোজগারের সুযোগ আছে, যেমন ফলের গাছ, সেগুলিকে প্রাধান্য দেওয়া আবশ্যক ।

গ্রামীণ কর্মসংস্থান গ্যারান্টি কর্মসূচির আওতায় পরিকল্পিত ভাবে উদ্যান তৈরি ও তার উন্নয়নের সুযোগ রয়েছে । যে সকল স্বনির্ভর দল বনসৃজনের উপযুক্ত গাছের নার্সারি তৈরির কাজে যুক্ত তাদেরকেই ফুল ও ফলের গাছের নার্সারি তৈরির জন্য প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ করে তোলা সম্ভব । এক্ষেত্রে এই কর্মসূচির জন্য যোগ্য ব্যক্তিগত উপভোক্তার জমিতে গাছ লাগানো যেতে পারে অথবা জমিতে বা বাড়ির আশেপাশের জমিতে লাগানোর জন্য স্থানীয় পরিবারগুলির কাছে বিক্রি করা যেতে পারে । স্বনির্ভর দলের সদস্যরা যদি নিয়মিত ভাবে স্থানীয় এলাকায় ফুল-ফলের গাছের চারা বিক্রি করে তাহলে এলাকায় উদ্যান পালনের মাধ্যমে জীবিকার উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব ।

(ঘ) ভূমি উন্নয়ন

বহু দরিদ্র পরিবারের জমি আছে, কিন্তু তা চাষের উপযুক্ত নয় বা অনুর্বর বা সেচের সুবিধা না থাকায় সেখানে একটি মাত্র ফসল হয় । এক্ষেত্রে অধিকাংশ পরিবারই গ্রামীণ কর্মসংস্থান গ্যারান্টি কর্মসূচির আওতায় ব্যক্তিগত উপভোক্তা হিসাবে সুবিধা পাওয়ার যোগ্য । এই সব দরিদ্র পরিবারের দারিদ্র দূরীকরণের ক্ষেত্রে সব থেকে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হল ভূমি সংস্কার ও জমির মান উন্নয়ন, যাতে তারা এই জমি থেকে বছরে অন্তত দুই বা তিনটি ফসল পেতে পারে এবং সামগ্রিক ভাবে এলাকার কৃষির উন্নয়ন ও উৎপাদনশীলতা বাড়ানো । সর্ব প্রথম, সহভাগী প্রক্রিয়ায় তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে গ্রাম সংসদ তথা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় এই ধরনের জমির পরিমাণ ও জমির মালিকের নাম এবং এদের মধ্যে কারা কারা ব্যক্তিগত সুবিধা পেতে পারেন তাদের নামের তালিকা তৈরি করা দরকার । ভূমি উন্নয়নের ক্ষেত্রে জমির মালিকের সঙ্গে আলোচনা করে তার প্রয়োজন অনুসারে যে সকল কাজ করা যাবে, সেগুলি হল - জমি সমতলীকরণ, জমি থেকে পাথর সরানো, বৃষ্টির জল সংরক্ষণের জন্য ছোট পুকুর খনন, জমির জলধারণ ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য আল/বাঁধ দেওয়া, কূপ খনন ইত্যাদি । এই কাজে জমির মালিকও এক জন উপভোক্তা হিসাবে কাজ করতে পারেন এবং এই কর্মসূচির নিয়ম অনুসারে কাজের পরিমাণের ভিত্তিতে মজুরি পাবেন ।

গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষে প্রথম বছরে অন্যান্য তহবিল থেকে এই দরিদ্র পরিবারগুলিকে জমির উপযোগী ফসলের বীজ বা মিনিকিট সরবরাহ করার কথা বিবেচনা করা যেতে পারে, যাতে এই পরিবারগুলির আয় বৃদ্ধি পায় এবং অবস্থার মানোন্নয়ন ঘটে । জমির ধরন অনুসারে ফসল ফলানো সম্ভব না হলে ফলের বাগান বা বনসৃজনের উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে অথবা গোখাদ্যেরও চাষ করা যেতে পারে । অতি অনুর্বর জমিতেও গর্ত (পিট/টোপ) করে বাইরে থেকে ভালো মাটি এনে ফলের গাছের চাষ করা সম্ভব । জেলার পক্ষ থেকেও এই ধরনের পতিত সরকারি জমিগুলিকে চিহ্নিত করে ফলের বাগান বা বনসৃজনের উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন ।

(ঙ) বসতি ও সাধারণের ব্যবহার্য জমির উন্নয়ন

ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপে অনেক দরিদ্র পরিবারের পক্ষেই বাড়ি তৈরির জন্য উপযুক্ত জমি পাওয়া সম্ভব হচ্ছে না । গ্রাম পঞ্চায়েত এই ধরনের বাস্তুহীন পরিবারগুলির জন্য জমির মান উন্নয়নের মাধ্যমে বসতি তৈরির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে । গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে সর্বাগ্রে এলাকায় বসবাসকারী বাস্তুহীন পরিবারগুলির একটি তালিকা করা দরকার, এই উদ্দেশ্যে গ্রামীণ পরিবার সমীক্ষার তথ্য ব্যবহার করা যেতে পারে । এই তালিকার ভিত্তিতে মোট কতগুলি পরিবার রয়েছে এবং তাদের বসতি তৈরির জন্য মোট কত পরিমাণ জমি দরকার তার হিসাব করা প্রয়োজন । এক্ষেত্রে প্রতিটি পরিবার যাতে অন্তত ২.৫ কাঠা জমি পায় তা সুনিশ্চিত করা দরকার, যদিও সম্পূর্ণ জমি বাড়ি তৈরির জন্য ব্যবহার করার দরকার নেই । বসতি উন্নয়নের উদ্দেশ্যে এই কর্মসূচির আওতায় গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় জমি চিহ্নিত করে তাকে বসবাসের উপযোগী করে তোলার জন্য প্রকল্প তৈরি করা যেতে পারে । এক্ষেত্রে খেয়াল রাখা দরকার যে, বসতি জমি সাধারণ জমির থেকে উচুঁতে হওয়া প্রয়োজন, যাতে বন্যা ও তার আনুসঙ্গিক আঘাত প্রতিরোধ করা সম্ভব হয় । এছাড়া ভালো নিকাশি ব্যবস্থা ও পরিবহনের সুবিধা থাকা বাঞ্ছনীয় । জমির মান উন্নয়ন, ভালো নিকাশি ব্যবস্থা এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা করা সম্ভব হলেও এই কর্মসূচির আওতায় পানীয় জল সরবরাহ বা বিদ্যুৎ পরিষেবা দেওয়া সম্ভব নয় । কোনো পরিবার যাতে উপযুক্ত বাসস্থানের অভাবে না থাকে তা সুনিশ্চিত করার জন্য প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতে একটি করে বসতি উন্নয়ন পরিকল্পনা থাকা আবশ্যক । এই কর্মসূচির আওতায় নির্দেশিকা অনুসারে পরিকল্পিত ভাবে খেলার মাঠের মান উন্নয়ন, বিদ্যালয়ের মাঠের মান উন্নয়ন ইত্যাদি এবং সর্বসাধারণের ব্যবহার্য অন্যান্য এলাকা যেমন শিশুদের পার্ক তৈরির কাজ করা যেতে পারে ।

(চ) বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও মোকাবিলা এবং নিকাশি ব্যবস্থা

এই রাজ্যের বহু গ্রাম পঞ্চায়েতে বন্যা হয়, আবার বেশ কিছু এলাকার বহু গ্রাম পঞ্চায়েতে দারিদ্রের অন্যতম কারণ হল বারবার বন্যা হওয়া । যদিও বন্যা নিয়ন্ত্রণের গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপগুলি সঞ্চালনা এবং এই বিষয়ে কাজের প্রধান দায়িত্ব সেচ ও জলপথ বিভাগের, বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষেত্রে স্থানীয় ভাবে পঞ্চায়েতও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে । জমিদারি আমলের বাঁধ রক্ষণাবেক্ষণ এবং সুন্দরবন এলাকার নদী বাঁধগুলি রক্ষণাবেক্ষণের কাজ গ্রামীণ কর্মসংস্থান গ্যারান্টি কর্মসূচির আওতায় সেচ ও জলপথ বিভাগের কারিগরি সহায়তায় রূপায়ণ করা যেতে পারে । প্রকল্পের ভেটিং-র পর বন্যা মোকাবিলার কিছু কাজ সরাসরি পঞ্চায়েতের মাধ্যমেই রূপায়িত হতে পারে । গ্রামের মধ্যে উপযুক্ত নিকাশি ব্যবস্থা গড়ে তোলারও যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা অধিকাংশ এলাকাতেই রয়েছে । প্রতিটি

গ্রামে উন্নত নিকাশি ব্যবস্থা এবং তরল বর্জ্য নিকাশির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করার উদ্দেশ্যেই গ্রাম সংসদ ভিত্তিক পরিকল্পনা রচনা করা দরকার ।

(ছ) গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থা

প্রতিটি পাড়ায় সারা বছরের উপযোগী যোগাযোগ ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা গ্রামীণ উন্নয়নের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য, যা যত দ্রুত সম্ভব পূরণ করা আবশ্যক । আমাদের রাজ্যে ২০০৭-০৮ সালের গ্রামীণ কর্মসংস্থান গ্যারান্টি কর্মসূচির প্রায় ৩৭% অর্থ রাস্তা ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের কাজে খরচ হয়েছে এবং বছরের শেষে এই কর্মসূচির আওতায় প্রায় ৪২৫ কোটি টাকা রাস্তার উন্নয়ন বাবদ খরচ হবে বলে আশা করা যায় । কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এগুলি বিচ্ছিন্ন ভাবে হয়েছে । এর ফলে সামগ্রিক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে এই সকল উদ্যোগের সুফল সহজে পরিমাপ করা সম্ভব হয় না । যে কোনো কাজের সর্বাধিক সুফল সুনিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজন পরিকল্পিত ভাবে কাজ করা । একই ভাবে গ্রামীণ এলাকায় কাজের সুযোগ সৃষ্টির পাশাপাশি এই কর্মসূচির মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য সমন্বিত পরিকল্পনার প্রয়োজন । প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতের কাছে এলাকার সমস্ত রাস্তার এবং তাদের বর্তমান অবস্থা সংক্রান্ত তথ্য এবং কোথায় নতুন রাস্তা তৈরির প্রয়োজন ও সম্ভাবনা আছে সেই সহ একটি মানচিত্র থাকা আবশ্যক । রাস্তার ধরন এবং গুণগত মান এই মানচিত্রে সঙ্কেত দিয়ে চিহ্নিত করতে হবে । এর পাশাপাশি আর কত কিলোমিটার রাস্তা তৈরি করতে হবে এবং কত কিলোমিটার রাস্তার মানোন্নয়ন করা প্রয়োজন তাও প্রতিবেদনে উল্লেখ করতে হবে । এক্ষেত্রে রাস্তা মানে সারা বছর চলাচলের উপযোগী এবং ছোট গাড়ি বা ভ্যান সারা বছর এই রাস্তায় যেতে পারে । এছাড়া বসতি এলাকায় কিছু পায়ে হাঁটা পথ থাকবে, যেগুলিতে ভ্যান বা ছোট গাড়ি বর্তমানে চলাচল নাও করতে পারে । সব কয়টি বসতিতে ন্যূনতম যোগাযোগ ব্যবস্থা সুনিশ্চিত হওয়ার পরে এই রাস্তাগুলির মানোন্নয়নের জন্য উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে । সমগ্র গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থার যে মানচিত্র তৈরি হবে সেখানে এলাকার সকল রাস্তা সঠিক ভাবে চিহ্নিত করা এবং সুষ্ঠু পরিকল্পনার জন্য নিম্নলিখিত ভাবে ভাগ করা যেতে পারে ।

- জেলার পথ পরিকল্পনা অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার কোর নেটওয়ার্ক-এ জেলার সকল রাস্তা দেখানো হয়েছে । এই রাস্তাগুলি হয় তৈরি হয়ে আছে অথবা প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার আওতায় তৈরি করা হবে । গ্রাম পঞ্চায়েত পরিকল্পনায় এই রাস্তাগুলির সাথে সংশ্লিষ্ট এলাকার অন্যান্য রাস্তা, যেগুলি গ্রামীণ কর্মসংস্থান গ্যারান্টি কর্মসূচির তহবিল থেকে তৈরি বা মেরামত করা হবে, সেগুলির সংযোগ সাধনের বিষয়টি উল্লেখ করতে হবে ।
- সারা বছর চলাচলের উপযোগী যে রাস্তাগুলির কিছু মেরামত করা প্রয়োজন সেগুলি চিহ্নিত করা এবং আনুমানিক কত কিলোমিটার রাস্তা মেরামত করা প্রয়োজন তা উল্লেখ করা ।
- সারা বছর চলাচলের উপযোগী রাস্তা যেগুলির কিছু উন্নয়ন করা প্রয়োজন (যেমন আরো চওড়া করা) বা সেই সব রাস্তা যেগুলিকে সারা বছর চলাচলের উপযোগী করে তোলা দরকার সেগুলি চিহ্নিত করা এবং আনুমানিক কত কিলোমিটার রাস্তার উন্নয়ন করা প্রয়োজন তা উল্লেখ করা ।
- নতুন যে সকল রাস্তা তৈরি করতে হবে সেগুলি চিহ্নিত করা এবং আনুমানিক কত কিলোমিটার রাস্তা তৈরি করতে হবে তা উল্লেখ করা ।

গ্রামীণ কর্মসংস্থান গ্যারান্টি কর্মসূচির কাজ মূলত শেষ তিনটি ভাগেই সীমাবদ্ধ থাকবে এবং ক্ষেত্রবিশেষে প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার কোর নেটওয়ার্কের আওতায় কিছু রাস্তার মাটির কাজ এই কর্মসূচি থেকে করা যেতে পারে । এই কর্মসূচির আওতায় যে কাজগুলি করা যাবে তার একটি তালিকা তৈরি করা এবং তার ভিত্তিতে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য পঞ্চবার্ষিকী ও বার্ষিক পরিকল্পনা তৈরি করাই হবে গ্রাম পঞ্চায়েতের দায়িত্ব । এই রাস্তাগুলিকে টেকসই করার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ কেনার সংস্থান এই কর্মসূচিতে আছে । তা সত্ত্বেও প্রয়োজনে অন্য কর্মসূচি বা প্রকল্প থেকে বা নিঃশর্ত তহবিল থেকে উপকরণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে ।

রাজ্য স্তর থেকে ভৌগোলিক তথ্য পরিষেবা সমন্বিত মানচিত্র যেখানে কোর নেটওয়ার্কের আওতাভুক্ত সব কয়টি রাস্তা চিহ্নিত করা থাকবে, সেটি সরবরাহ করার জন্য চেষ্টা চলছে । এই ধরনের মানচিত্র না পাওয়া পর্যন্ত এই কাজে গ্রাম পঞ্চায়েতের যে মানচিত্র হাতের কাছে আছে, সেটি ব্যবহার করা যেতে পারে ।

উপ-সমিতি ভিত্তিক গ্রাম পঞ্চায়েত পরিকল্পনার অঙ্গ হিসাবে গ্রামীণ কর্মসংস্থান গ্যারান্টি কর্মসূচির কর্ম পরিকল্পনা

গ্রামীণ কর্মসংস্থান গ্যারান্টি কর্মসূচির আওতায় যে সব কাজ করা যেতে পারে সে সম্বন্ধে উপরে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে । কাজের ধরন ও উদ্দেশ্য অনুসারে এগুলিকে কয়েকটি ক্ষেত্রে বিভক্ত করা হয়েছে । গ্রামীণ কর্মসংস্থান গ্যারান্টি কর্মসূচির কর্ম পরিকল্পনায় বাজেট সহ কাজগুলি ক্ষেত্র অনুসারে নির্দিষ্ট সারণীতে পূরণ করা আবশ্যক । অন্য দিকে সামগ্রিক গ্রাম পঞ্চায়েত পরিকল্পনাটি উপ-সমিতি ভিত্তিক এবং অন্যান্য কর্মসূচির জন্য কর্ম পরিকল্পনার মতোই গ্রামীণ কর্মসংস্থান গ্যারান্টি কর্মসূচির কর্ম পরিকল্পনাও সামগ্রিক গ্রাম পঞ্চায়েত পরিকল্পনার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ । অতএব গ্রামীণ কর্মসংস্থান গ্যারান্টি কর্মসূচির জন্য কর্ম পরিকল্পনাটির অন্তর্গত কাজগুলিকে গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ-সমিতি ভিত্তিক পরিকল্পনার অঙ্গ হিসাবে পুনর্বিন্যাস করা দরকার ।

গ্রামীণ কর্মসংস্থান গ্যারান্টি কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন কাজের ক্ষেত্রগুলিকে উপ-সমিতি ভিত্তিক সাজালেই

ক্রং নং	গ্রামীণ কর্মসংস্থান গ্যারান্টি কর্মসূচির আওতায় কাজের ক্ষেত্র	কাজের ধরন	উপ-সমিতির নাম
ক	বৃষ্টির জল ধরা ও জল সংরক্ষণ	পুকুর, বাঁধ, জোড় বাঁধ, নালা তৈরি বা সংস্কার	কৃষি ও প্রাণীসম্পদ বিকাশ উপ-সমিতি
খ	ক্ষুদ্র সেচ ও জমির মালিকদের জন্য সেচের ব্যবস্থা	মাঠনালা তৈরি, কূপ খনন	
গ	খরা রোধ, সামাজিক বনসৃজন এবং উদ্যান পালন	সামাজিক বনসৃজন, কৃষি বন তৈরি, গোখাদ্যের চাষ, ফল বা সবজি বাগান তৈরি	
ঘ	ভূমি উন্নয়ন	জমি সমতলীকরণ, জমি থেকে পাথর সরানো, বৃষ্টির জল সংরক্ষণের জন্য ছোট পুকুর খনন, জমির জলধারণ ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য আল/বাঁধ দেওয়া, কূপ খনন	
ঙ	বসতি উন্নয়ন	বসবাসের জন্য জমির মান উন্নয়ন, ভালো নিকাশি ব্যবস্থা এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা	শিল্প ও পরিকাঠামো উপ-সমিতি
চ	বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও মোকাবিলা এবং নিকাশি ব্যবস্থা	জমিদারি আমলের বাঁধ রক্ষণাবেক্ষণ, সুন্দরবন এলাকার নদী বাঁধগুলি রক্ষণাবেক্ষণ, নিকাশি ব্যবস্থা	
ছ	গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থা	নতুন রাস্তা তৈরি, সারা বছরের চলাচলের উপযোগী রাস্তা তৈরি বা মেরামত বা সম্প্রসারণ	

সমগ্র কর্ম পরিকল্পনাটিকে উপ-সমিতি ভিত্তিক পরিকল্পনায় পুনর্বিন্যাস করা সম্ভব । তবে এক্ষেত্রে শুধু কাজ বা কাজের ক্ষেত্র নয়, কাজের উদ্দেশ্য অনুসারে কোন উপ-সমিতির আওতায় কোন কাজটি আসবে তা স্থির করতে হবে । সামগ্রিক গ্রাম পঞ্চায়েত পরিকল্পনা রচনার সময় গ্রামীণ কর্মসংস্থান গ্যারান্টি কর্মসূচির আওতাভুক্ত কাজগুলি মূলত কৃষি ও প্রাণীসম্পদ বিকাশ উপ-সমিতি এবং শিল্প ও পরিকাঠামো উপ-সমিতির পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হবে । উদাহরণ হিসাবে বলা যেতে পারে যে, নদী বাঁধ মেরামতের কাজটি কোন উপ-সমিতির পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হবে তা নির্ভর করবে কাজটির উদ্দেশ্যের উপর । যদি এই কাজটির প্রধান উদ্দেশ্য হয় সেচের সুযোগ সম্প্রসারণ, তাহলে এটি কৃষি ও প্রাণীসম্পদ বিকাশ উপ-সমিতির পরিকল্পনার আওতায় আসবে । আবার যদি এটি পরিকাঠামো উন্নয়ন বা বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য হয় তাহলে এটি শিল্প ও পরিকাঠামো উপ-সমিতির পরিকল্পনার আওতায় আসবে । নীচের সারণীতে কাজের ক্ষেত্র ও ধরন অনুসারে কোন কাজটি কোন উপ-সমিতির পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে তার একটি ধারণা দেওয়া হল ।

অন্যান্য কর্মসূচির সঙ্গে সমন্বয়

গ্রামীণ কর্মসংস্থান গ্যারান্টি কর্মসূচির আওতায় যে সকল কাজ করা হয় তার সঙ্গে অন্যান্য কর্মসূচির মেলবন্ধনের ক্ষেত্রে দুইটি ভিন্ন দিক আছে । একটি হল উপকরণ কেনার জন্য অন্যান্য কর্মসূচির থেকে অর্থের যোগান, যেখানে এই কর্মসূচি থেকে প্রয়োজনীয় উপকরণ কেনা সম্ভব নয় । গ্রামীণ কর্মসংস্থান গ্যারান্টি কর্মসূচির কর্ম পরিকল্পনায় যে কোনো কাজের ক্ষেত্রে স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন যে মজুরি ছাড়া অন্যান্য খরচের কতটা এই কর্মসূচি থেকে নেওয়া যাবে এবং কতটা অন্যান্য কর্মসূচি থেকে নিতে হবে । এখানে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে যে এই কর্মসূচির কিছু ন্যূনতম শর্ত কিছুতেই অমান্য করা যাবে না, যেমন - কনট্রাক্টর নিয়োগ করা যাবে না । কোনো একটি কাজের ক্ষেত্রে সর্বাধিক কত শতাংশ মজুরির ছাড়া অন্য কাজের জন্য খরচ করা যেতে পারে সে বিষয়ে কোনো উর্ধ্ব সীমা নেই । কোনো গ্রাম পঞ্চায়েতে এই কর্মসূচি বাবদ মোট বাজেটের কমপক্ষে ৬০ শতাংশ মজুরি বাবদ খরচ করতেই হবে । অর্থাৎ গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে সব কয়টি কাজ মিলিয়ে মজুরি ছাড়া অন্যান্য কাজে বাজেটের মোট ৪০ শতাংশের বেশি খরচ করা যাবে না । অবশ্য, সংশ্লিষ্ট ব্লক অফিস কাজটির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে এ বিষয়ে গ্রাম পঞ্চায়েতকে বিশেষ অনুমোদন দিতে পারে এবং উপকরণ বাবদ ৪০ শতাংশের অতিরিক্ত খরচ ব্লক স্তরের পরিকল্পনার সঙ্গে যোগ করে দিতে পারে । কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে যে ব্লক স্তরের সমগ্র পরিকল্পনার মোট ৪০ শতাংশের বেশি মজুরি ছাড়া অন্যান্য কাজে, যেমন উপকরণ কেনা ইত্যাদি, খরচ করা যাবে না । সাধারণ ভাবে বলা যেতে পারে যে, কোনো কাজের ক্ষেত্রে উপকরণ বা অন্যান্য খরচ ৪০ শতাংশের বেশি হলে অতিরিক্ত টাকা অন্য কর্মসূচি থেকে নেওয়াই ভালো । এক্ষেত্রে জেলা স্তর থেকেও স্থানীয় পরিস্থিতি অনুসারে মজুরি ছাড়া অন্য খরচের উর্ধ্ব সীমা স্থির করে দেওয়া যেতে পারে । তবে সামগ্রিক ভাবে একটি ব্লকের মজুরি ছাড়া অন্য খরচের উর্ধ্বসীমা কখনই ৪০ শতাংশের উপরে যাবে না ।

এর বিপরীতে কিছু কিছু এলাকায় আবার অন্য এক ধরনের প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছে । সেটি হল কোনো ভাবেই মজুরি ছাড়া অন্য কোনো কাজে এই কর্মসূচির টাকা খরচ না করা । আমাদের রাজ্যে ২০০৭-০৮ সালে এই কর্মসূচির মাত্র ২৩ শতাংশ টাকা মজুরি ছাড়া অন্য কাজে ব্যবহৃত হয়েছে । অর্থাৎ স্থায়ী ও মজবুত সম্পদ সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় আরো উপকরণ কেনার যথেষ্ট সুযোগ ছিল কিন্তু তা ব্যবহার করা হয়নি । এই পরিপ্রেক্ষিতে ব্লক এবং জেলার পক্ষ থেকে বার্ষিক কর্মপরিকল্পনাগুলি আরো গভীর ভাবে খতিয়ে দেখা দরকার । তাহলে এক দিকে যেমন উপকরণ বা অন্যান্য খরচের উপর অযথা নিষেধাজ্ঞা থাকবে না, অন্য দিকে নির্দেশিকা অমান্য করার ভয়ও থাকবে না । সাধারণ ভাবে ৩৫ শতাংশ অবধি উপকরণ কেনা সহ অন্যান্য কাজে ব্যবহার করা যেতেই পারে ।

সমন্বয়ের অপর দিকটি হল অন্যান্য কর্মসূচি বা তহবিলের সঙ্গে সমন্বয় করা - যাতে জীবিকার সুযোগ প্রসারণের লক্ষ্যে এই কর্মসূচির আওতায় সৃষ্ট সম্পদের সুষ্ঠু সদ্ব্যবহার সম্ভব হয় । উদাহরণ হিসাবে বলা যেতে পারে যে, এই কর্মসূচিতে যত জলাধার তৈরি বা সংস্কার হয়েছে সেগুলি সেচের কাজে ব্যবহার করা । এই সকল জলাধার থেকে সেচের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করার জন্য পাম্প সেট বা অন্য কোনো জলোত্তোলন যন্ত্র ব্যবহার করা যেতে পারে, এর থেকে সেচ নালা তৈরি করা যেতে পারে (গ্রামীণ কর্মসংস্থান গ্যারান্টি কর্মসূচির আওতায়), বিদ্যুতের সহায়তায় জল তোলা যেতে পারে । আবার কোনো উপযুক্ত স্বনির্ভর দল বা মৎস্যজীবী সমবায়কে মাছ চাষের জন্য লিজ দেওয়া যেতে পারে । জলাধারের পার্শ্ববর্তী এলাকা যদি দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী কোনো পরিবারের হয় বা স্বনির্ভর দল লিজ নিয়ে থাকে তাহলে তাদের উন্নত জাতের বীজের মিনিকিট ও সার দিয়ে সহায়তা করা যেতে পারে । এক্ষেত্রে নিঃশর্ত তহবিল বা পশ্চাৎপদ এলাকা উন্নয়ন তহবিলের সহায়তায় এই বীজ কেনা যেতে পারে এবং যাতে তারা জলাধার থেকে সেচের মাধ্যমে নতুন জাতের বা উন্নত প্রজাতির ফসল চাষ করতে পারে তার জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা দেওয়া দরকার । জলাধারের পাড়গুলিতে ফল ও সবজী বাগান করা যেতে পারে, এক্ষেত্রে এগুলি স্বনির্ভর দলকে লিজ দিয়ে দিতে হবে । উদ্যান পালনের কাজটি এই কর্মসূচির আওতায় করা গেলেও, স্বনির্ভর দলগুলিকে বীজ ইত্যাদি বা রাষ্ট্রীয় কৃষি বিকাশ যোজনার সহায়তায় বা জেলা গ্রামোন্নয়ন সংস্থার পক্ষ থেকে দেওয়া যেতে পারে । একই ভাবে রাস্তা বা ক্যানেলের ধারে লাগানো গাছগুলি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব যে স্বনির্ভর দলকে দেওয়া হবে তারাই ভোগদখলের অধিকারী হবে । এ বিষয়ে আগেই সরকারি আদেশনামা প্রকাশিত হয়েছে [প্রসঙ্গ : পত্রাঙ্ক নং ১৬৮৪-আর.ডি/ এন.আর.ই.জি.এ./ ১৮এস-১৪/০৬ তাং ২৯.০২.২০০৮] ।

প্রত্যাশিত সুফলের তদারকি

গ্রামীণ কর্মসংস্থান গ্যারান্টি কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন কাজ রূপায়ণের তাৎক্ষণিক সুফল হল এলাকায় কাজের সুযোগ তৈরি । স্থায়ী সম্পদ তৈরির মাধ্যমে নিয়মিত ভাবে কাজের সুযোগ সৃষ্টির ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রভাব এবং স্থানীয় অর্থনীতির উন্নয়ন এই কর্মসূচির দীর্ঘমেয়াদী সুবিধা । সকল সেচের উৎস এবং জলাধারগুলি আরো সেচের সম্ভাবনা তৈরি করবে যা সামগ্রিক ভাবে ফসল চাষের নিবিড়তা বাড়াবে । অনুরূপ ভাবে ভূমি উন্নয়নের ফলে কৃষি জমির পরিমাণ এবং ফসল চাষের নিবিড়তা বাড়বে । এলাকায় সামাজিক বনসৃজনের এলাকা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে জৈব সার ও জ্বালানির সমস্যার স্থানীয় ভাবে সমাধান করা যাবে এবং কাঠ, ফল ইত্যাদি ফলন পাওয়া যাবে । রাস্তা তৈরির ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হবে এবং ছোট ছোট ভ্যান বা রিক্সার মাধ্যমে যাত্রী ও জিনিস পরিবহনের সুযোগ বাড়বে । এই সব প্রত্যাশিত সুফল প্রতিটি কাজের শেষে পরিমাপ করা দরকার এবং কী সম্পদ তৈরি হল তা সম্পদ রেজিস্টারে নথিবদ্ধ করা আবশ্যক । বছরের শেষে সৃষ্ট সম্পদের তালিকা সহ এলাকায় কাজের সুযোগ তৈরি এবং সামগ্রিক জীবনের মানোন্নয়নে এই কর্মসূচির প্রভাব - এগুলি যাতে পরিমাপ করা সম্ভব হয় তা সুনিশ্চিত করা দরকার । এই তালিকাটি গ্রাম সংসদ সভায় পেশ করে সকল গ্রামবাসী এবং সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে আলোচনা করা দরকার, যাতে গ্রামবাসীরাও দৃঢ়তার সাথে বলতে পারে যে এই কর্মসূচির ফলে সামগ্রিক ভাবে তাদের জীবন ও জীবিকার ক্ষেত্রে কী পরিবর্তন হয়েছে ।